65

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ৬

মার্কশীট জালিয়াতির অভিযোগে নিরক্ষর বৃদ্ধ সাজা খাটিতেছে

মোহাম্মদ আরজু ।। মার্কশীট জালিয়াতির মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী না হইয়াও গ্রাম বিভ্রাটে রহমত আলী নামে ৬০ বছরের এক নিরক্ষর দিনমজুর গত ৩১শে মে হইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারে সাজা খাটিতেছে। নবীনগর থানার উত্তর লক্ষ্মীপুর গ্রামের জালাল উদ্দিনের পুত্র রহমত আলী ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষা-বর্ষে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় ব্যবহৃত এস-এসসি ও ইচএসসি পরীক্ষার মার্কশীট কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে যাচাইয়ের মাধ্যমে জাল প্রমাণিত হইলে তাহার ভর্তি বাতিল ঘোষণা করা হয়। রহমত আলীর এই জালিয়াতির বিষয়ে তৎকালীন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবুল হোসেন বাদী হইয়া চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানায় মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় চট্টগ্রাম মেট্রো-পলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৯২ সালের ১৮ই অক্টোবর আসামী রহমত আলীর অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন ধারায় ১৫ মাসের সাজা প্রদান করেন। এইদিকে গত ৩০শে মে নবীনগর থানার সহকারী দারোগা নিরঞ্জন রায় উক্ত মামলার আসামী হিসাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার গোকর্ণঘাটের অধিবাসী মৃত লাল মিয়ার পুত্র নিরক্ষর দিনমজুর রহমত আলী (৬০)কে গ্রেফতার করিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করিলে রহমত আলীর আইনজীবী এসএম ইউসুফ আদালতকে জানান, ধৃত রহমত আলী প্রকৃত আসামী নয়। আদালত ধৃত আসামী বর্ণিত মামলার প্রকৃত আসামী কিনা তাহার প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য আদেশ দিলে গত ৫ই জুন উক্ত তদন্তকারী অফিসার পুনঃ প্রতিবেদনে ধৃত আসামীই প্রকৃত আসামী বলিয়া উল্লেখ করেন। ঘটনাটি জানাজানি হইয়া গেলে গত ২০শে জুলাই অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেরাজুল ইসলাম মোল্লা ধৃত রহমত আলী উক্ত মামলার প্রকৃত আসামী কিনা এ ব্যাপারে সঠিকভাবে তদন্ত করিয়া জানানোর জন্য পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেন। নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সুপার মোঃ হাবিবুর রহমান ঘটনাটির সঠিক তদন্ত করার জন্য সহকারী পুলিশ সুপার (সদর) এন, পালিত কে দায়িত্ব দেন। প্রায় এক সপ্তাহ তদন্ত করিয়া তদন্তকারী সহকারী পুলিশ সুপার (সদর) গত ২৭শে জুলাই তদন্ত রিপোর্ট পুলিশ সুপারের নিকট প্রদান করেন। তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ধৃত রহমত আলী মামলার প্রকৃত আসামী নয়। মামলার প্রকৃত আসামী অষ্ট্রিয়ায় বসবাস করিতেছে। তদন্ত রিপোর্টে ধৃত রহমত আলীকে অবিলম্বে মুক্তি এবং তাহাকে গ্রেফতারের ব্যাপারে জড়িত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। পুলিশ সুপার মোঃ হাবিবুর রহমান জানান, এব্যাপারে জড়িত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জানান, মার্কশীট জালিয়াতি মামলায় পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ধৃত রহমত আলী প্রকৃত আসামী না হওয়ায় আজ (২৯শে জুলাই) রহমত আলী মুক্তি পাইতে পারে।